২য় পাঠ

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ—মানুষ

প্রথম পাঠটি পড়েছেন বলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বরই আপনার জীবনের একমাত্র প্রভু। তিনিই আপনার সব কিছুর মালিক। এরই মধ্যে আপনি হয়তো আরও অনেকটা এগিয়েছেন। নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে আপনার জীবনের একমাত্র প্রভু হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠে জানতে পারবেন ঈশ্বরের দেয়া বিষয়-আসয়ে ধনাধ্যক্ষের ভূমিকা। কিন্তু কিভাবে আপনি এ ভূমিকা পালন করবেন? যীশু যখন এ জগতে ছিলেন তখন তিনি যে সব কাজ করেছেন সেগুলো প্রথমে আপনাকে জানতে হবে। তা থেকেই বুঝতে পারবেন যে, ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আপনার কাজগুলো কেমন হওয়া উচিৎ। আরও বুঝতে পারবেন একজন ধনাধ্যক্ষের কি ধরণের যোগ্যতা ও দায়িত্বর প্রয়োজন আছে। যীশুই ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষের উজ্জল উদাহরণ।

পাঠটি পড়লে আরও জানতে পারবেন যে ধনাধ্যক্ষতা কেবলমাত্র জীবনের একটা বিশেষ সময়ের জন্য নয়। সারা জীবন ধরেই মানুষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করে যাবে। এভাবে সারাটি জীবন ধরে আপনি ধনাধ্যক্ষের কাজ করবেন ও একদিন প্রভুর কাছ থেকে শুনতে পাবেন, "বেশ করেছ। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ত দাস।"

পাঠের খসড়া ঃ

ধনাধ্যক্ষতা বলতে কি বুঝায়
যীশুই ধনাধ্যক্ষতার উজ্জল দৃষ্টান্ত
ধনাধ্যক্ষের যোগ্যতা
ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করবার পর আপনি—

★ ধনাধ্যক্ষতা বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ ধনাধ্যক্ষতার যোগ্যতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এ পাঠের সূচনা, খসড়া ও উদ্দেশ্যগুলো ভালভাবে পড়ুন। যে শব্দের অর্থ জানেননা বইয়ের শেষের দিকে 'পরিভাষা' খোঁজ করুন।

২। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন। বাইবেল থেকে পদগুলো খুঁজে নিন। প্রশ্নমালার উত্তর লিখে সেগুলো আবার দেখে নিন। তারপর পাঠটি আগাগোড়া পড়ুন। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষার উত্তর লিখে বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখুন।

৩। এ সব কাজ শেষ হবার পর প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ খুব মনযোগ দিয়ে আবার পড়ুন। তারপর প্রথম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট তৈরী করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

তত্ত্বাবধায়ক
বিরূপ
ব্যবস্থাপক
দূরদর্শিতা
চিরচরাগত

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ধনাধ্যক্ষতা বলতে কি বুঝায় ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মালিক ও ধনাধ্যক্ষের মধ্যে কাজের পার্থক্য বুঝতে পারা।

সাধারণ অর্থ ঃ

'ধনাধ্যক্ষ' শব্দটি আজকাল বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'ব্যবস্থাপনা' কাজে যারা থাকেন তাদেরই আমরা ধনাধ্যক্ষ বলি। যেমন—হোটেল, রেস্তোরা, রেষ্ট হাউস, এ সব জায়গায় যারা ব্যবস্থাপনার কাজ করেন তারাই ধনাধ্যক্ষ। ব্যবস্থাপনা বলতে দেখাশুনা কাজই বুঝায়। এ ব্যবস্থাপনা কাজ চালাবার জন্য মালিক একজন ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সুতরাং ধনাধ্যক্ষ নিজে মালিক নন।

বাইবেলের যুগে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসেরা মালিকের বিষয়-আসয় দেখাশুনা করত। তাদেরই বলা হত ধনাধ্যক্ষ (আদি পুস্তক ৪৪ ঃ ১, মথি ২০ ঃ ৮, লূক ১৬ ঃ ১)। ধনাধ্যক্ষের উপর থাকত মালিকের অগাধ বিশ্বাস। যে ধনাধ্যক্ষ মালিকের নিকট বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারত, বৈধ বংশধর না থাকলে তাকেই সমস্ত বিষয়-আসয়ের উত্তরাধিকারী করে যেত। আমরা এর উদাহরণ আদি পুস্তক ১৫ ঃ ২-৩ ; ৩৯ ঃ ৪ এ দেখতে পাই। যে কর্মচারী রাজার সমস্ত বিষয়-আসয় দেখাশুনা করত তাকেও বলা হত ধনাধ্যক্ষ (১ রাজাবলি ১৬ ঃ ৯ ; ১ বংশাবলি ২৮ ঃ ১ ; লূক ৮ ঃ ৩)। এরা রাজার ক্রীতদাস ছিলনা। এরা ছিল রাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী।

মালিক ও ধনাধ্যক্ষের মধ্যে আমরা যদি তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে ধনাধ্যক্ষ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। অপর পৃষ্ঠার নক্সাটি ভালভাবে দেখুন ঃ—

ধনাধ্যক্ষ	মালিক
বিষয়-আসয় মালিকের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করেন।	বিষয়-আসয় কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তার 'সার্বভৌম ক্ষমতা'র অধিকারী।
বিষয়-আসয় কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে মালিকের কাছে সেগুলোর হিসাব দেন।	কারো কাছে বিষয়-আসয় ব্যবহারের হিসাব দেন না।

১। কে ধনাধ্যক্ষের মত কাজ করল?

ক) কম্বলটি বিক্রী করে দেবে বলে মেরী স্থির করল।

খ) মার্ক জমির মালিককে জানালো যে কতগুলো আলু তোলা হয়েছে।

গ) জমিতে কি বোনা হবে যোয়েল তার নির্দেশ দিচ্ছিল।

বিশেষ খ্রীষ্টিয় অর্থ ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ ধনাধ্যক্ষের কাজে বিশ্বাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে বাইবেল যা বলে সেই ধরণের উক্তিগুলি চিন্‌তে পারা।

পাঠটি খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে। সুতরাং কিভাবে একজন খ্রীষ্টিয়ান খ্রীষ্টের ধনাধ্যক্ষ হবেন সেটা বোঝাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ধনাধ্যক্ষতার সাধারণ অর্থ জানা আমাদের মূল লক্ষ্য নয়। বাইবেলের দিক থেকে প্রত্যেক মানুষ, বিশেষভাবে প্রত্যেক বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। এ জগতের সব কিছুর মালিক ঈশ্বর। সব কিছু তিনিই আমাদের দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সেগুলো দেখাশুনা ও যত্ন নেওয়াই হোল একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের কাজ।

আপনি খুব গরীব। আপনার জিনিষ পত্র খুবই কম। হয়ত ভাবছেন "এগুলোর আর এমন কি দেখাশুনা ও যত্ন নেবো?" কিন্তু ভেবে দেখুন, ঐ সামান্য জিনিষ গুলোতো তিনিই আপনাকে দিয়েছেন। আপনার অমর আত্মাও আপনার কাছে ঈশ্বরের দান, যার মূল্য জগতের সমস্ত বিষয়-আসয় থেকে অনেক অনেক গুণ বেশী (মথি ১৬ ঃ ২৬)। ঈশ্বর আমাদের সুন্দর শরীর দিয়েছেন। শক্তি ও বুদ্ধি দিয়েছেন। তিনি সুসমাচারও আমাদের দিয়েছেন। এ জিনিষ গুলোইতো আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যত্ন নিতে পারি ও ব্যবহার করতে পারি।

আমরা ঈশ্বরের ধন ও তার ধনাধ্যক্ষ দুই-ই। এ ধারণা নতুন নয়। পুরাতন নিয়মে এ সম্পর্কে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। আর নতুন নিয়মে প্রভু যীশু এই কাজের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ধনাধ্যক্ষতার শিক্ষা সম্পর্কে, এই প্রধান দুটো ধাপ আমরা লক্ষ্য করব।

পুরাতন নিয়মে

অন্যান্য মতবাদের মত 'ধনাধ্যক্ষতা'কে একটি খ্রীষ্টিয় মতবাদ হিসাবে পুরাতন নিয়মে খুব স্পষ্ট ভাবে দেখানো হয়নি। তবুও কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে যে মানুষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। যেমন—

১। **এদন উদ্যানের দায়িত্বভার ঈশ্বর আদমকে দিয়েছিলেন।** উদ্যান দেখা-শুনা ও যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি সেখানে আদমকে রাখলেন (আদি পুস্তক ২ ঃ ১৫)। আদম সেখানে কি কাজ করবেন, কিভাবে চলবেন সব নির্দেশও তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন (আদি পুস্তক ২ ঃ ১৬-১৭)। কিন্তু আদম দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেন। তাই তাঁকে তাঁর কাজের হিসাব দিতে হয়েছিল (আদি পুস্তক ৩ ঃ ১১-১২)। ব্যর্থতার জন্য ঈশ্বর তাঁকে উদ্যান থেকে বের করে দিলেন (আদি পুস্তক ৩ ঃ ২৩-২৪)।

২। **বহু পূর্ব থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে নিজের খুশিমত সে চলতে পারে না।** তাই একটি বিশেষ জায়গায় ও বিশেষ সময়ে মানুষ ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হোত। খালি হাতে সে আসতে পারত না (দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ ঃ ১৬)। উদাহরণ

স্বরূপ—মানুষের প্রথম সন্তান কয়িন ও হেবল তাঁদের উপহার নিয়ে ঈশ্বরের সামনে এসেছিল—এর দ্বারা বুঝা যায় যে সেই সময় প্রথম থেকেই মানুষ এ বিষয় বুঝতে পেরেছিল (আদি পুস্তক ৪ ঃ ৩-৪)।

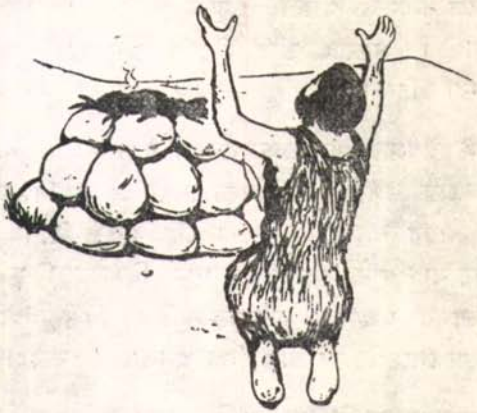

৩। **কয়িন বুঝতে পেরেছিল যে তার ভাইয়ের জীবন নিয়ে সে যা খুশী তাই করতে পারেনা।** কয়িন তার ভাই হেবলকে হত্যা করেছিল। সেই অপরাধের জন্য ঈশ্বরের কাছে তাকে জবাব দিতে হয়েছিল (আদি পুস্তক ৪ ঃ ৯-১০)।

৪। **বাস করবার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েলদের অনেক জায়গা দিয়েছিলেন।** ব্যক্তিগত ভাবে ও জাতিগত ভাবে এরা ছিল এই জায়গার ধনাধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক (দ্বিতীয় বিবরণ ১১ ঃ ৮-৩২, ৩০ ঃ ১৯-২০)। তারা ঈশ্বরের নির্দেশমত চলেনি তাই তারা সেই জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

নূতন নিয়ম

ইস্রায়েলীয়রা ছিল ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। বাইবেলে দুষ্ট চাষীদের গল্পের মাধ্যমে এ শিক্ষাই যীশু দিয়েছিলেন (মথি ২১ ঃ ৩৩-৪৩)। এ গল্পটিতে ঈশ্বরকে জমির মালিক, ইস্রায়েলদের ধনাধ্যক্ষ এবং দ্রাক্ষা-ক্ষেতকে (ঈশ্বরের রাজ্য) সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে। এ গল্পের চাষীদের মতই ইস্রায়েলগণ ঈশ্বরের মালিকানা স্বীকার করতে পারেনি।

তাই তিনি তাঁর সম্পত্তি ইস্রায়েলদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে যীশু স্পষ্ট ভাবেই আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানই এক এক জন ধনাধ্যক্ষ। মানুষ তার জীবনের মালিক নয়, সে ধনাধ্যক্ষ মাত্র। প্রকৃত মালিক ঈশ্বর। সুতরাং তাঁর কাছেই সে দায়ী। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুসারেই আমাদের জীবন পরিচালনা করা উচিৎ।

সকলেই ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ একথা সত্য হলেও বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান -এর ধনাধ্যক্ষতার উপরই প্রেরিতেরা বেশী জোর দিয়েছেন (১ পিতর ৪ ঃ ১০)। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি বিশেষ দান দিয়েছেন। কোন আত্মীয় বা বন্ধুর কাছ থেকে দান হিসাবে কিছু পেয়ে সেগুলো আমরা নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করি। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে যে দান আমরা পেয়েছি, তা তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই ব্যবহার করতে হবে।

২। একজন ধনাধ্যক্ষ হিসাবে খ্রীষ্টিয়ানের ভূমিকার বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা কি ?

ক) কেবলমাত্র ধনী খ্রীষ্টিয়ানদেরই ধনাধ্যক্ষতার কাজে বিশ্বস্ত হতে হবে।

খ) ঈশ্বরের দান নিজের খুশীমত ব্যবহার করা যায়।

গ) প্রকৃত মালিক ঈশ্বর, এবং তাঁর কাছেই প্রত্যেকের জবাব দিতে হবে।

৩। ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে আমাদের ভূমিকার বিষয়ে যীশু যা বলেছেন, আপনি কাউকে যখন তা বোঝাবেন তখন কোন্ পদগুলি দেখাবেন ?

ক) লূক ৮ ঃ ৯-১৫ গ) লূক ১৫ ঃ ১১-৩২

খ) লূক ১১ ঃ ৩৩-৩৬ ঘ) লূক ১৯ ঃ ১১-২৭

যীশুই ধনাধ্যক্ষতার উজ্জল দৃষ্টান্ত ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ যীশুই যে ধনাধক্ষতার দৃষ্টান্ত সেই পদগুলি বেছে নিতে পারা।

এ পর্যন্ত আমরা দুটো বিষয়ই জানতে পেরেছি। প্রথমত ঃ ঈশ্বর সব কিছুর মালিক এবং দ্বিতীয়ত ঃ মানুষ ঈশ্বরের ও তাঁর বিষয়-আসয়ের ধনাধ্যক্ষ। এখন আমাদের জানবার বিষয় হ'ল, এই ধনাধ্যক্ষতার

ভূমিকা আমরা কি ভাবে পালন করব। সে জন্য একজন উপযুক্ত ধনাধ্যক্ষের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রাখা দরকার। যীশুই ধনাধ্যক্ষতার আদর্শ বা উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ ঃ

ছোট বেলা থেকেই যীশু বুঝতে পেরেছিলেন, এ জগতে তিনি একজন ধনাধ্যক্ষ। লূকের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে যীশুর মা-বাবা একবার যীশুকে নিয়ে যিরূশালেমে পর্বে যান। পর্বের শেষে যীশুকে তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, খুঁজতে খুঁজতে শেষে তাঁরা তাঁকে উপাসনা-ঘরে পেলেন। যীশু তখন মাত্র বারো বছরের বালক, অথচ তখন তিনি ধর্ম শিক্ষকদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। তাঁর মা-বাবা যে তাঁকে আকুল ভাবে খুঁজে ফিরছিলেন এই কথা বলায় তিনি বললেল, "তোমরা কেন আমায় খোঁজ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমার পিতার ঘরে আমাকে থাকতে হবে? (লূক ২ ঃ ৪৯)। ঈশ্বর তাঁরই কাজে যীশুকে এ জগতে পাঠিয়েছিলেন। তাই পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য যীশু নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। একজন ধনাধ্যক্ষ তার নিজের নয়, কিন্তু তার প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ করে থাকেন।

ঈশ্বরের দাস ঃ

যীশু আমাদের মুক্তিদাতা। আমাদের প্রভু। তাই তিনি আমাদের সেবা পেতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, "মনুষ্যপুত্র সেবা পেতে আসেননি বরং সেবা করতে এসেছেন" (মার্ক ১০ ঃ ৪৫)। ঈশ্বর

এভাবে যীশুর পরিচয় দিয়েছেন, "ঐ দেখ, আমার দাস" (যিশাইয় ৪২ঃ১)। কেননা "তিনি বরং দাস হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে নিজেকে নীচু করলেন" (ফিলিপীয় ২ঃ৭)। ধনাধ্যক্ষ মানে দাস, সুতরাং কর্তার কথা মত সব কিছু তাঁকে করতে হবে। সেবা করাই তার কাজ। একজন সার্থক ধনাধ্যক্ষ হিসাবে যীশু নিজের ইচ্ছামত কিছু করেননি বরং তাঁর প্রভুর ইচ্ছাই পালন করেছেন (লূক ২২ঃ৪২)।

ঈশ্বরের কার্যকারী ঃ

একজন ধনাধ্যক্ষ কিছুই নিজের জন্য করেন না। সব কিছু তিনি তার প্রভুর জন্যই করেন। ঈশ্বর যে দায়িত্ব দিয়ে যীশুকে পাঠিয়েছিলেন তিনি সঠিকভাবে তা পালন করেছিলেন (যোহন ৫ঃ৩৬, ৯ঃ৪)। যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজের শেষে আনন্দের সাথে পিতাকে বলেছিলেন— "তুমি যে কাজ আমাকে করতে দিয়েছিলে, তা শেষ করে এ জগতে আমি তোমার মহিমা প্রকাশ করেছি।" বাস্তবিকই একজন সার্থক ধনাধ্যক্ষ তিনি।

৪। ঈশ্বরের কার্যকারী হিসাবে যীশু যে ধনাধ্যক্ষতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে কাউকে বুঝাবার জন্য আপনি কোন্ পদগুলো দেখাবেন ?

ক) যিশাইয় ৪২ঃ১
খ) লূক ২ঃ৪৯
গ) যোহন ১৭ঃ৪
ঘ) ১ পিতর ৪ঃ১০

ধনাধ্যক্ষের যোগ্যতা ঃ

লক্ষ্য ৪ঃ একজন সার্থক ধনাধ্যক্ষ হওয়ার জন্য যে যোগ্যতাগুলি আছে, সেগুলি বের করতে পারা।

একজন ধনাধ্যক্ষের জন্য নূতন নিয়মে তিন ধরণের যোগ্যতার বিষয় বলা হয়েছে। যেমন—বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা। বিশ্বস্ত কর্মচারী সব সময় মালিকের লাভের দিক্‌টা দেখেন, এবং তার সমস্ত দায়িত্ব

ঠিকমত পালন করেন। অপর পক্ষে, অসৎ কর্মচারী সব সময় নিজের লাভ দেখে। যার ফলে মালিকের ধন-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় (লূক ১৬ঃ১)। আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। তিনি চান আমরা যেন তাঁর কাজে বিশ্বস্ত থাকি (১ করিন্থীয় ৪ঃ১-২)। ঈশ্বর আমাদের কি সুন্দর দেহ, মন ও শক্তি দিয়েছেন। আমরা যেন এগুলো ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয় বরং তাঁর কাজে ব্যবহার করি।

নিষ্ঠা ঃ

"ঈশ্বরের কাছ থেকে দায়িত্বভার পাওয়া লোক হিসাবে সেই পরিচালককে এমন হতে হবে যাতে কেউ তাঁর নিন্দা করতে না পারে" (তীত ১ঃ৭)। ধনাধ্যক্ষের হাল চাল, তার কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের মধ্যে থাকবে নিষ্ঠা, যা দেখে অন্যেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে ও তাঁকে ভালবাসবে।

কর্মচারীর অভদ্র ব্যবহারের জন্য অনেক সময়ে লোকেরা মালিকের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। কর্মচারীর সাথেই তাদের কাজ-কর্ম, মালিককে হয়তো আদৌ তারা চেনেন না। মালিক হয়ত খুবই সৎ, ভদ্র ও উদার প্রকৃতির লোক। উদাহরণ স্বরূপ—রূতকে যদি কর্মচারীরা ক্ষেতে ঢুকতে না দিত তা হলে বোয়স সম্পর্কে রূত কি ভাবত? (রূতের বিবরণ ২ঃ৭)। অথবা যে লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে আনবার জন্য শিষ্যদের বকুনি খাচ্ছিল সে জন্য যীশু যদি শিষ্যদের তিরস্কার না করতেন, তবে তাঁর সম্পর্কে ঐ লোকদের কি ধারণা হোত? (মার্ক ১০ঃ১৩-১৬)। ধনাধ্যক্ষ তার কাজ-কর্মে, ব্যবহার ও চলাফেরায় এমন হবে যে অন্য লোকেরা তা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রভু ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে থাকবে (মথি ৫ঃ১৬)।

সুতরাং আমরা বলতে পারি বিশ্বস্ততা হোল মালিকের সংগে কর্মচারীর সঠিক সম্পর্কের দিক, অপর পক্ষে নিষ্ঠা হোল কর্মচারীর সংগে অন্য লোকদের সঠিক সম্পর্কের দিক। যীশু আমাদের কাছে এই দুটি দিকেরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কারণ লেখা আছে তিনি "ঈশ্বর ও

মানুষের ভালবাসায় বেড়ে উঠতে লাগলেন" (লূক ২ ঃ ৫২)। তাহলে আসুন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া দায়িত্বভার আমরা ঠিকমত পালন করি এবং তাঁর সার্থক কর্মচারী হিসাবে অন্যদের কাছে উপস্থিত হই।

৫। মার্ক ১০ ঃ ১৩-১৬ পদে লেখা ঘটনায় শিষ্যরা সহজ-সরলভাবে লোকদের সাথে ব্যবহার করার কারণ—

....

.....

প্রজ্ঞা ঃ

একজন ভাল কর্মচারী হওয়ার আরেকটি যোগ্যতা হ'ল প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। একজন জ্ঞানী কর্মচারী সব সময়ে মালিকের বিষয়-সম্পত্তি ঠিকমত দেখাশুনা করেন, যাতে কোনরূপে ক্ষয় ক্ষতি না হয়। তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেন ও জিনিষপত্রের সঠিক হিসাব রাখেন ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। এর ফলে মালিকের বিষয়-আসয়ের উন্নতি হয়।

একজন উত্তম ব্যবস্থাপক বা ভাল ম্যানেজার হতে হলে ব্যবস্থাপনা কাজে জ্ঞান থাকা দরকার। বইপত্র পড়ে জ্ঞান লাভ করা যায় বটে, কিন্তু "জ্ঞানী লোক" হওয়ারার কোন পাঠ্যক্রম নেই। কেউ কখন "জ্ঞানী লোক" এর খেতাব বা উপাধি পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। যা হোক আমাদের আলোচনার বিষয় হোল ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ কোত্থেকে জ্ঞান লাভ করবেন ? সব শিক্ষকের শিক্ষক ও সব জ্ঞানের উৎস হলেন ঈশ্বর, যার কাছ থেকে তিনি খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার জ্ঞান লাভ করবেন (যাকোব ১ ঃ ৫)। আর এই জ্ঞানই তাকে তার কাজে সাহায্য দান করবে। উদাহরণ স্বরূপ—

যোষেফ ছিলেন একজন রাখাল। বইপত্রের কোন শিক্ষা তাঁর ছিলনা। অথচ তিনি একজন জ্ঞানী কর্মচারীর উজ্জল দৃষ্টান্ত। কেননা ঈশ্বর তাঁকে অনেক জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছিলেন। পোটীফরের বাড়ীতে তিনি ছিলেন একজন কর্মচারী। কাজ-কর্মে সেখানে তিনি ছিলেন খুব দক্ষ। তবুও শেষে তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। জেলে

বসেও তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন (আদি ৩৯ ঃ ২-৩, ২২ ঃ ২৩)। ঈশ্বরের আশীর্বাদই হ'ল জ্ঞান। যোষেফের দূরদর্শিতার জন্যই মিশর ও সমগ্র জগৎ দুর্ভিক্ষের কষ্ট থেকে একবার রেহাই পেয়েছিল (আদি ৪১ ঃ ৫৪-৫৭)।

যীশু জ্ঞানী কর্মচারীর বিষয় বলেছেন, "সেই বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী কর্মচারী কে, যাকে তার মনিব তার দাসদের ঠিক সময়ে খাবার ভাগ করে দেবার ভার দেবেন (লূক ১২ ঃ ৪২)? ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন আমরা যেন সেগুলি বিচক্ষণতার সাথে দেখাশুনা ও ব্যবহার করি, তাই তিনি চান। আমরা সেই অজ্ঞান ধনী লোকটির মত হবোনা, যার কাছে অনন্ত জগতের চেয়ে এ জগতের বিষয়-সম্পত্তিই ছিল অধিক মূল্যবান (লূক ১৬ ঃ ১৯-৩১)।

৬। ডানদিকে দেওয়া ধনাধ্যক্ষতার যোগ্যতার সঠিক নম্বরটি বা দিকের উক্তিগুলোর পাশে খালি জায়গায় বসান।

.....ক) বিষয়-সম্পত্তি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে হলে প্রয়োজন।	১। বিশ্বস্ততা
	২। নিষ্ঠা
.....খ) এই গুণটির অভাবের জন্যই যীশু এক সময়ে শিষ্যদের তিরস্কার করেছিলেন।	৩। প্রজ্ঞা

..... গ) মালিকের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন।

.....ঘ) যোষেফ ছিলেন এ যোগ্যতার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

.....ঙ) কর্মচারীর সংগে অন্য লোকদের সম্পর্কের দিকটিতে প্রয়োজন।

ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ উত্তম ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব বর্ণনাকারী উদাহরণগুলি বেছে নিতে পারা।

নির্দেশ মেনে চলা ঃ

আমরা জানি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কর্মচারীর নেই। মালিকই সিদ্ধান্ত নেন যে কিভাবে তার বিষয়-আসয় ব্যবহার করা হবে। যেমন, একজন মালিক কর্মচারীকে জমিতে ধান বোনাতে বললেন। কর্মচারী ধানের বীজের পরিবর্তে কতকগুলো ছাগল কিনে নিয়ে আসল। মালিক তা দেখে কর্মচারীকে গালাগালি দিতে শুরু করলেন। নির্দেশ অমান্য করার জন্য পরে ঐ কর্মচারীকে মালিক বিদায় করে দিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ মালিকের, কর্মচারীর নয়। মালিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জমিতে ধান বোনাবেন। কর্মচারীর কর্তব্য মালিকের নির্দেশ অনুসারে ধান বোনানোর কাজ চালিয়ে যাওয়া। এ জগতের সব কিছুর মালিক ঈশ্বর, আমরা ধনাধ্যক্ষ মাত্র। সুতরাং ধনাধ্যক্ষকে প্রথমে জেনে নিতে হবে যে ঈশ্বর তাঁর বিষয়-সম্পত্তি কি ভাবে ব্যবহার করতে চান। তাঁর নির্দেশ অনুসারে ধনাধ্যক্ষ কাজ চালিয়ে যাবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের, আমাদের নয়। আমরা শুধু তাঁর নির্দেশ পালন করে যাব।

নিশ্চয়ই এ প্রশ্নটি এখন আমাদের মনে জাগছে, ঈশ্বরের নির্দেশ কোথায় পাবো?" বাইবেলের কাছে যান। এর মধ্যেই বিষয়-আসয় ব্যবহার করবার সব নির্দেশ আমরা পাব। উদাহরণ স্বরূপ—আমাদের মন কি ভাবে ব্যবহার করবো, তা জানবার জন্য আসুন ফিলিপীয় ৪ ঃ ৮ পদ পড়ি। সময়ের সদ্ব্যবহার কিভাবে করতে হবে? ইফিষীয়

৫ ঃ ১৬ পদে এ বিষয় নির্দেশ দেওয়া আছে। সুসমাচার দিয়ে আমরা কি করবো ? মার্ক ১৬ ঃ ১৫ পদে যীশু স্পষ্টভাবে এ বিষয়ে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

মালিকের নির্দেশ পালন করা ছাড়া কর্মচারীর আর কিছু করার নেই। নির্দেশ পালনই হোল তার প্রধান দায়িত্ব। তাই প্রেরিত পৌল বলেছেন, "আমি সুখবর প্রচার করছি বটে, কিন্তু তাতে আমার গৌরব করবার কিছুই নেই, কারণ আমাকে তা করতেই হবে। দুর্ভাগ্য আমার যদি আমি সেই সুখবর প্রচার না করি" (১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৬)। প্রচার করা ধনাধ্যক্ষতার একটি দায়িত্ব বলে তিনি মনে করতেন (১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৭), ও এই দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করতে চেষ্টা করতেন।

আরও নির্দেশ চাওয়া ঃ

আরও কোন নির্দেশ আছে কিনা জানবার জন্য কর্মচারী মাঝে মাঝে মালিকের সাথে দেখা করেন। একই ভাবে প্রার্থনার মাধ্যমে স্বর্গস্থ পিতার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যে আমাদের জন্য তার আরও কি কি নির্দেশ আছে। সব নির্দেশগুলো ঈশ্বর আমাদের এক সাথে দেননা। একের পর এক দেন। যেমন – অব্রাহামকে উর শহর ত্যাগ করে অন্য জায়গায় যাবার জন্য ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন (আদি ১২ ঃ ১)। ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে উর শহর ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন অব্রাহাম জানতেন না ওখান থেকে তিনি কোথায়

যাচ্ছেন (ইব্রীয় ১১ ঃ ৮)। 'কোথায় যেতে হবে' এই নির্দেশটি ঈশ্বর তাঁকে কিছু পরে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর শৌলকে উঠে দম্মেশকে যেতে বলেছিলেন (প্রেরিত ৯ ঃ ৬)। পরবর্তী নির্দেশ ঈশ্বর তাঁকে পরে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে শৌল যখন প্রেরিত পৌল হলেন, তখনও তিনি কোথাও সুসমাচার প্রচার করতে হলে ঈশ্বরের নির্দেশের অপেক্ষা করতেন (প্রেরিত ১৬ ঃ ৬-১০)।

৭। একজন খ্রীষ্টিয়ান ধনাধ্যক্ষরূপে আমাদের আচরণ কেমন হতে হবে, নীচের যে উক্তিগুলোতে তা বলা হয়েছে সেগুলোর পাশে (√) টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) আমি যখন কোন এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়ি তখন ঈশ্বরের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করি।

খ) বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েই আমার বিষয়-আসয় কি ভাবে ব্যবহার করব সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিই।

গ) ধনাধ্যক্ষ হিসাবে ঈশ্বর আমার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো আমি বইয়ের ভিতরে পাই।

ঘ) কোন কিছু করবার আগেই আমি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ নির্দেশাবলি পেতে চাই।

বিনিয়োগ করা ঃ

বেশী লাভের জন্য কোন কিছু কিনে রাখাই হোল বিনিয়োগ। উদাহরণ স্বরূপ—খাবার জন্য কেউ যদি একটা মুরগী কেনে, সেটা সাধারণ খরচের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু বেশী দামে বিক্রী করবার উদ্দেশ্যে কেনা হলে তা হয় বিনিয়োগ। সুতরাং মালিকের উন্নতির জন্য বিষয়-সম্পত্তি এ ভাবেই কর্মচারীর বিনিয়োগ করা উচিৎ। বাইবেলে 'তিন কর্মচারী'র গল্পে আমরা দেখতে পাই যে কেবল দুইজনই মালিকের দেয়া টাকা বিনিয়েগে করেছিল (মথি ২৫ ঃ ১৪-২৩)। একই ভাবে ঈশ্বর যে বিষয়-আসয় দিয়েছেন সেগুলো ঐ দু'জন জ্ঞানী কর্মচারীর মত আমাদেরও বিনিয়োগ করা উচিৎ।

খ্রীষ্টিয় বিনিয়োগ ঃ

ধনাধ্যক্ষ হিসাবে কি করে আমরা বিনিয়োগ করব ? বিনিয়োগ করা অর্থই কিছু দেওয়া। যতবার আপনি বিনিয়োগ করেন, ততবারই আপনি কিছু না কিছু দেন। আপনি না বুনে ফসল কাটার আশা করতে পারেন না। সুতরাং একজন খ্রীষ্টিয়ান ধনাধ্যক্ষ হিসাবেও যখন আপনি বিনিয়োগ করেন, তখন আপনার নিজের থেকে কিছু না কিছু দেন। এখন প্রশ্ন হ'ল যে খ্রীষ্টিয়ানরা কিভাবে এবং কি বিনিয়োগ করবে। আপনি আপনার জীবন, সময়, শক্তিসামর্থ, অর্থ সম্পদ বা এই ধরণের অন্য আরো অনেক কিছু দিতে পারেন। আরো বেশি ফিরে পাবার প্রত্যাশাতেই আপনি দিয়ে থাকেন এবং ঠিক তাই হয়। ঈশ্বর আপনাকে অনেক বেশী করে দেন যেন আপনিও সব সময় বিনিয়োগ করে যেতে পারেন (২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬, ৮)।

দেবার সময় একথা ভুললে চলবে না যে এগুলো সবই তাঁর। আমাদের দায়িত্ব কেবল দেখাশুনা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা। আমাদের নিজের বলতে সত্যিকারের এমন কোন কিছুই নাই যা আমরা দিতে বা খরচ করতে পারি (১ বংশাবলি ২৯ ঃ ১৪, ১৬)।

বিনিয়োগে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঃ

কিভাবে বিনিয়োগ করা হবে সে বিষয়ে মালিক একটি পরিকল্পনা করে থাকেন। কর্মচারী সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যান। ঠিক একই ভাবে ঈশ্বরেরও একটি পরিকল্পনা আছে যে কিভাবে তাঁর বিষয়-আসয় বিনিয়োগ করা হবে। তিনি আমাদের যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই তিন ভাগের কোন্‌টি কে পাবে তা নীচের ছক্‌টিতে দেখানো হয়েছে।

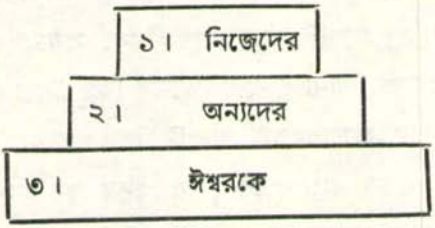

১। ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি তাঁর নিজের জন্য আলাদা করে রেখেছেন। (ক) প্রথম বিষয়-গুলি ঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সমস্ত প্রথমজাত সন্তান (যাত্রাপুস্তক ১৩ ঃ ২), প্রথম ফল (দ্বিতীয় বিবরণ ২৬ ঃ ১-৪) এবং জয় করা প্রথম শহর (যিহোশূয় ৬ ঃ ১৭-১৯)। (খ) সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি ; আদি পুস্তক ৪ ঃ ৪, যাত্রা পুস্তক ১২ ঃ ৫, লেবীয় ১ ঃ ৩। (গ) সময়ের সাত ভাগের একভাগ ; বিশ্রাম বার (যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ৯-১০)। (ঘ) আয়ের এক-দশমাংশ ; (লেবীয় ২৭ ঃ ৩০, ৩২)। এছাড়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমরা যা যা কিছু উৎসর্গ করি সেগুলি ; (লেবীয় ২৭ ঃ ১-২৫)। যা কিছু ঈশ্বরের সেগুলো ঈশ্বরকে দেওয়ার চেয়ে আর উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ কি হতে পারে ?

৮। যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ৯-১০ পদ অনুসারে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের দিতে হবে আমাদের সাত ভাগের এক ভাগ ঃ

....

(২) ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তিনি চান সেগুলো যেন আমরা অন্যদের উপকারের জন্য বিনিয়োগ করি (হিতোপদেশ ৩ ঃ ২৭-২৮, ১ পিতর ৪ ঃ ১০)। যীশু বলেছেন, "তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ বিনা মূল্যেই দেও (মথি ১০ ঃ ৮)। কিছুই দিতে পারে না, এমন গরীব কেউ নেই (প্রেরিত ৩ ঃ ৬)। তাছাড়া ঈশ্বর সবাইকে কিছু না কিছু যোগ্যতাও দিয়েছেন, সুতরাং কিছুই বিনিয়োগ করতে পারে না এমন অক্ষমও কেউ থাকতে পারে না (মথি ২৫ ঃ ১৫)। ঈশ্বর চান, অন্যদের সাহায্য করার সময় যেন তাদের প্রয়োজনীয়তা-গুলি আমরা নিম্নোক্তভাবে বিবেচনা করি ঃ- প্রথমত ঃ আমাদের পরি-বারের প্রতি (১ তীমথি ৫ ঃ ৮)। দ্বিতীয়ত ঃ বিশ্বাসীদের বা ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের প্রতি (গালাতীয় ৬ ঃ ১০)। তৃতীয়ত ঃ গরীবদের প্রতি (লেবীয় ১৯ ঃ ১০), বিধবা ও অনাথদের প্রতি (যাকোব ১০ ঃ ২৭), ও যাদের অন্যান্য অভাব আছে তাদের প্রতি (মথি ২৫ ঃ ৩৫-৪০)।

(৩) ঈশ্বর আমাদের নিজেদের জন্য কি কিছুই রাখতে বা করতে বলেননি ? অবশ্যই বলেছেন—কেননা আমরাই তাঁর মনোনীত বা বাছাই করা লোক, তাঁরই প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে নির্মিত যদিও এটা তাঁর ইচ্ছা যে আমরা যেন নিজেদের নিয়েই শুধু ব্যস্ত না থাকি বরং অন্যদের জন্যও চিন্তা করি, তবুও তিনি চান আমরা যেন সর্বদিক থেকে ভাল থাকি (গীতসংহিতা ৩৪ ঃ ১০, মথি ৬ ঃ ৩১-৩৩, ফিলিপীয় ৪ ঃ ১৯, ১ পিতর ৫ ঃ ৭)। ঈশ্বর আমাদের কি মহান পিতা। তাঁর বিষয়-আসয় ঠিকমত পরিচর্যা করলে, বিনিময়ে তিনিও আমাদের সব কিছু দিয়ে প্রতি পালন করেন।

৯। নিচে তিন ধরণের বিনিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে। বিনিয়োগের মূল্যবোধ অনুসারে কোন্‌টি কোন স্থানে পড়ে তা দেখান।

.....(ক) আপনার গ্রামের অনাথদের সাহায্য করা। (১) প্রথম

.....(খ) ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের সাহায্য করা। (২) দ্বিতীয়

.....(গ) নিজের পরিবারের প্রতি যত্ন নেওয়া। (৩) তৃতীয়

হিসাব দেওয়া ঃ

বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মচারী মালিকের কাছে তার কাজের হিসাব দিয়ে থাকেন। মালিকের বিষয়-আসয়ের চলতি অবস্থারও একটি রিপোর্ট তিনি দেন। চিরচরাগত এই প্রথার প্রতি ইংগিত করে প্রভু যীশু শিক্ষা দিলেন যে ধনাধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে যার যার কাজের হিসাব দিতে হবে (মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০)। সৎ ধনাধ্যক্ষ হবেন পুরস্কৃত আর অসৎ ধনাধ্যক্ষ পাবেন শাস্তি (লূক ১২ ঃ ৪২-৪৮)।

ঈশ্বর এ জগতের সব কিছুর মালিক। তাঁর বিষয়-আসয়ের ভার দিয়েছেন তিনি আমাদের উপর। কিভাবে আমরা সেগুলো ব্যবহার করছি সেজন্য আমাদের প্রত্যেককে তার কাছে হিসাব দিতে হবে (১ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৩-১৫)। প্রেরিত পৌল এ দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝে বলেছিলেন, "দুর্ভাগ্য আমার, যদি আমি সেই সুখবর প্রচার না করি" (১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৬)। আমরা কি এই দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছি? সাবধান! সম্পত্তি অপব্যবহারের জন্য মালিক এসে যেন আমাদের অভিযোগ করতে না পারেন (লূক ১৬ ঃ ১-২)। তাহলে আসুন যে মহৎ দায়িত্ব ঈশ্বর আমাদের উপর দিয়েছেন, তা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সঠিকভাবে পালন করি। তাহলেই তার এই কথা শুনতে পারবো, "বেশ করেছ। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেবো, এস, আমার আনন্দে যোগ দাও,, (মথি ২৫ ঃ ২১)।

১০। তাঁর জন্য বিনিয়োগ করতে পারি এমন কিছু না কিছু সামর্থ আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। কোন্ পদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে?

ক) হিতোপদেশ ৩ ঃ ২৭ গ) ২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬

খ) মথি ২৫ ঃ ১৫ ঘ) ১ তীমথি ৫ ঃ ৮

১১। সঠিক উত্তরগুলোর পাশে √ টিক্ চিহ্ন দিন "উপযুক্ত ধনাধ্যক্ষের মত কাজ করি যখন আমি ঃ

ক) মনে রাখি যে ঈশ্বরের কাছে একদিন আমাকে হিসাব দিতে হবে, তাঁর সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে।

খ) নিজের পরিবারের প্রয়োজন দেখার আগে মণ্ডলীর ভাই-বোনদের প্রয়োজন দেখি।

গ) নিজেই সিদ্ধান্ত নেই যে, কিভাবে তাঁর দানগুলো ব্যবহার করবো।

ঘ) ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দেই। আমার পরিবার ও অন্যান্যদের সাহায্য করি এবং বিশ্বাস করি যে প্রয়োজন মত তিনিই আমাকে দেবেন।

পরীক্ষা—২

১। তিনিই একজন ধনাধ্যক্ষ যিনি—

ক) নিজের ইচ্ছামত মালিকের বিষয়-আসয় ব্যবহার করতে পারেন।

খ) সিদ্ধান্ত দিতে পারেন যে মালিকের বিষয়-আসয় কিভাবে ব্যবহার করা হবে।

গ) মালিকের ইচ্ছাই পূর্ণ করেন।

২। 'সত্য উক্তিগুলো (√) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) যদিও ঈশ্বরের মনোনীত বা বাছাই করা লোক তবুও ধনাধ্যক্ষতার কাজে তারা ব্যর্থ হয়।

খ) যথেষ্ট খাবারের অভাবেই ইস্রায়েলরা তাদের জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

গ) যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে ঈশ্বর মানুষকে যে সামর্থ দিয়েছেন, সে নিজেই তার মালিক।

ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দান পেয়েছি। সেই দান কিভাবে ব্যবহার করছি সেজন্য একদিন তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে।

৩। যীশুর মা-বাবা যখন তাঁকে উপাসনা-ঘরে খুঁজে পেলেন তখন তিনি ধর্মগুরুদের সাথে কথা বলছিলেন। তাকে ব্যকুল ভাবে খোঁজা হচ্ছিল এই কথা মায়ের কাছ থেকে শুনে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি ঃ

ক) উপাসনা-ঘরের বিষয় কথা বলছিলেন।

খ) তাঁর পিতার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

গ) ধর্মীয় নেতাদের বিষয় আলোচনা করছিলেন।

৪। নিচের কোন্ উক্তিটিতে ধনাধ্যক্ষের 'প্রজ্ঞার' বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ভাবে বুঝানো হয়েছে ?

ক) বিষয়-সম্পত্তি ঠিকমত দেখাশুনা করে যেন আরও উন্নতি হয়।

খ) মালিকের লাভকে বেশী প্রাধান্য দেয়।

গ) কোন কিছুর জন্য কেউ তাকে অভিযোগ করতে পারে না।

৫। ধনাধ্যক্ষের 'বিশ্বস্ততা' সম্পর্কে নিচের কোন্ পদে দেখানো হয়েছে ?

ক) মার্ক ১০ ঃ ১৩-১৬।

খ) ১ করিন্থীয় ৪ ঃ ১-২।

গ) যাকোব ১ ঃ ৫।

৬। ডানদিকে ধনাধ্যক্ষের জন্য কয়েকটি অবশ্য করণীয় কাজ দেওয়া হয়েছে। বাদিকে কতগুলি উদাহরণ আছে। সঠিক উত্তরটির নম্বর বাদিকের খালি জায়গায় বসান।

.....ক) ঈশ্বর আমাকে যা করতে বলেন আমি তা-ই করি	(১) নির্দেশ মেনে চলা।
	(২) আরও নির্দেশ চাওয়া।
..... খ) আমি বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের কাছে আমাকে একদিন বলতে হবে, তার বিষয়-আসয় দিয়ে আমি কি করেছি।	(৩) বিনিয়োগ করা।
	(৪) হিসাব দেওয়া।

.....গ) প্রভুর কাজে আমার সামর্থ ও সময় দেই।

.....ঘ) ঈশ্বরের যা; তা আমি তাকে দেই।

.....ঙ) যখন আমার সামনে নূতন কোন সুযোগ আসে, কি করবো জানবার জন্য ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি।

৭। ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর বিষয়-আসয় বিনিয়োগ করি। কাউকে তা' বুঝাবার জন্য নিচের কোন্ পদটি সবচেয়ে উপযোগী হবে?

ক) মথি ২৫ ঃ ১৪-২৩।

খ) মার্ক ১০ ঃ ৪৫।

গ) ১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৬।

ঘ) ফিলিপীয় ৩ ঃ ৮।

৮। মনে করুন, কেউ হয়ত আপনাকে বলেছেন যে, বিনিয়োগ করবার মত ঈশ্বর তাকে কিছুই দেন নি। এক্ষেত্রে আপনি তাকে কি বলবেন?

ক) তাকে বলবেন যে, আপনি ভুল বলছেন। কারণ বাইবেলে আছে যে প্রত্যেককে, এমনকি আপনাকেও, একদিন ঈশ্বরের কাছে হিসাব দিতে হবে যে, তাঁর বিষয়-আসয় কিভাবে বিনিয়োগ করেছেন।

খ) বাইবেল থেকে তাকে দেখিয়ে দিন যে, অনেক মূল্যবান সম্পদ ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন। যেমন—তার জীবন ও তার সময়। এগুলি খুবই মূল্যবান সম্পদ। তারপর বাইবেলের কয়েকটি পদ তাকে দেখান যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে প্রত্যেককেই ঈশ্বর কিছু না কিছু 'দান' করেছেন যা সে বিনিয়োগ করতে পারে।

(তৃতীয় অধ্যায় পড়াশুনা করার আগে প্রথম খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট তৈরী করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।)

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

৬। ক- ৩) প্রজ্ঞা।
খ- ২) নিষ্ঠা।
গ- ১) বিশ্বস্ততা।
ঘ- ৩) প্রজ্ঞা।
ঙ- ২) নিষ্ঠা।

১। খ) মার্ক জমির মালিককে জানালো যে কতগুলো আলু তোলা হয়েছে।

৭। ক) আমি যখন কোন এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়ি তখন ঈশ্বরের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করি।

গ) ধনাধ্যক্ষ হিসাবে ঈশ্বর আমার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো আমি বাইবেলের ভিতরে পাই।

২। গ) প্রকৃত মালিক ঈশ্বর, এবং তার কাছেই প্রত্যেকের জবাব দিতে হবে।

৮। সময়।

৩। ঘ) লূক ১৯ ঃ ১১-২৭ পদ।

৯। ক- ৩) তৃতীয়।
খ- ২) দ্বিতীয়।
গ- ১) প্রথম।

৪। গ) যোহন ১৭ ঃ ৪ পদ।

১০। খ) মথি ২৫ ঃ ১৫ পদ।

৫। তাঁরা লোকদের সামনে তাদের প্রভুর সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি।

১১। ক) মনে রাখি যে ঈশ্বরের কাছে একদিন আমাকে হিসাব দিতে হবে, তার সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে।

ঘ) ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দেই। আমার পরিবার ও অন্যান্য-দের সাহায্য করি এবং বিশ্বাস করি যে প্রয়োজন মত তিনিই আমাকে দেবেন।

(নোট লেখার জন্য)

দ্বিতীয় খণ্ড

ধনাধ্যক্ষতা ও আমরা